তারিখ ..21 MAR 2016.....
পৃষ্ঠা ..6... কলাম....2......

মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা

'শিক্ষার্থী-মন্ত্রিসভা' নির্বাচন আজ

ভোটার, প্রার্থী, নির্বাচন কমিশনার সবাই শিক্ষার্থী

যুগান্তর রিপোর্ট

আজ ও ৩১ মার্চ সারা দেশে মাধ্যমিক স্কুল ও দাখিল মাদ্রাসায় 'স্টুডেন্টস কেবিনেট' বা 'শিক্ষার্থী মন্ত্রিসভা' গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের গণতন্ত্র চর্চা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করতে এই নির্বাচনের আয়োজন করা হয়েছে।

'শিক্ষার্থী মন্ত্রিসভা' নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ফোরাম গঠনের পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়া শুরু হয় গত বছর। গত বছরের ৮ আগস্ট দেশের ১ হাজার ৪৩টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো স্টুডেন্টস কেবিনেট গঠন করা হয়। ২০১০ সাল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী এ বিষয়ে বলেন, ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এই নির্বাচনের প্রার্থী, ভোটার এবং নির্বাচন কমিশনার। ১৮ হাজার ১৩৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অনুরূপভাবে ৩১ মার্চ বৃহস্পতিবার ৪ হাজার ৮৫৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ নির্বাচন হবে। ৩১ মার্চের এ নির্বাচনও আজ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট এলাকায় কাল ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আছে। এ কারণে সেখানকার এই স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন পেছানো হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক ভোটার প্রত্যেক শ্রেণীতে ১টি এবং সর্বোচ্চ ৩টি শ্রেণীতে ২টি করে মোট ৮টি ভোট প্রদান করতে পারবে। প্রত্যেক শ্রেণী থেকে একজন করে পাঁচটি শ্রেণীর ৫ জন এবং পরবর্তী সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত তিন শ্রেণী থেকে ১ জন করে ৩ জন মোট ৮ জন নিয়ে স্টুডেন্টস কেবিনেট গঠিত হবে। নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন, প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার এবং শৃংখলার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই পালন **আজ : পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ৬**

আজ : নির্বাচন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

করবে। শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি ও অভিভাবকরা সার্বিক সহযোগিতা করবেন। নির্বাচনে কোনো প্রতীক ব্যবহার করা যাবে না। স্টুডেন্টস ক্যাবিনেটের কর্মপরিধি তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণ, পুস্তক ও শিখন সামগ্রী, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, পানিসম্পদ, বৃক্ষরোপণ ও বাগান তৈরি দিবস পালন ও অনুষ্ঠান সম্পাদন, অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন এবং আইসিটি ইত্যাদি নিয়ে কাজ করবে স্টুডেন্টস কেবিনেট।

এই নির্বাচনে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে ব্যানবেইস। সংস্থার পরিচালক মো. ফসিউল্লাহ জানান, তফসিল অনুযায়ী ৮ মার্চ প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে। এ বছর ৪৮৭টি উপজেলা ও আটটি মহানগরে ২২ হাজার ৯৯১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ নির্বাচন হচ্ছে। এরমধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৬ হাজার ৪২৪টি, দাখিল মাদ্রাসা ছয় হাজার ৫৬৭টি। এরমধ্যে ১০২টি উপজেলায় ২২ মার্চ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আছে। এ কারণে এসব উপজেলায় ৩১ মার্চ স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন হবে।

জানা গেছে, এ বছর নির্বাচনে এক লাখ ৮৩ হাজার ৯২৮টি পদের জন্য প্রায় পাঁচ লাখ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। মোট ভোটার ৯৭ লাখ ৪৪ হাজার ৪৯৫ জন। ভোটার তালিকাভুক্ত যেকোনো শিক্ষার্থী নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারছে। কেবিনেট প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি সভা করবে। শিক্ষকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা এবং পরামর্শ দেবেন। প্রতি ছয় মাস অন্তর সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে কেবিনেটের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ২০১০ সাল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ২০১৫ সালে প্রায় ৬২ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে স্টুডেন্টস কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন, ব্যানবেইস পরিচালক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।